যুগান্তর

21 OCT 2016

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস আজ

গাজীপুর প্রতিনিধি

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৪ বছরে উপনীত হল। ১৯৯২ সালের ২১ অক্টোবর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু করে। দেশে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাদান ২৪ বছর ধরে চলছে। ১৯৫৬ সালে এদেশে অডিও ভিজুয়াল সেল প্রতিষ্ঠা দিয়ে দূরশিক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়। দেশে ১৯৬২ সালে অডিও ভিজুয়াল এডুকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা হয়। এরই ধারাবাহিকতা ১৯৭৮ সালে স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রাম (SBP) চালু হয়। ১৯৮৩ সালে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব এডুকেশানাল মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলোজি (NIMET) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব রিসার্চ এডুকেশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রথমবারের পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম দূরশিক্ষণে চালু হয়। পরে (BIDE) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এর সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়। শিক্ষার মহাসরণি থেকে ঝরে পড়া, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা গ্রহণ, পেশাজীবী হিসেবে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা গ্রহণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা সাধনা, যোগাযোগ বঞ্চিতদের জন্য শিক্ষা, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বাস্তবায়নে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই দেশে পরিচিতি লাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি স্কুলের অধীনে বর্তমানে ৪৩টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। এর মধ্যে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মাস্টার্স অব এডুকেশন (এমএড), মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ), কমনওয়েলথ এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স অভ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সিমবা), কমনওয়েলথ এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স অভ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সিমপা) চার বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান পর্যায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ইসলামী শিক্ষা, দর্শন, আইন এবং বিএসসি (অনার্স) ইন কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। এছাড়া চার বছর মেয়াদি বিবিএ, ৩ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ) ব্যাচেলর অব সোশ্যাল সায়েন্স (বিএসএস), ব্যাচেলর অব বিজনেস স্টাডিজ চালু রয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাচেলর অব এডুকেশন, ইংরেজি শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাচেলর অব ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং, কৃষি শিক্ষার শিক্ষক হতে আগ্রহীদের জন্য ব্যাচেলর অব এগ্রিকালচারাল এডুকেশন। কর্তৃপক্ষ আরও জানান, দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং ৮০টি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন, পাঠসামগ্রী বিতরণসহ শিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ড সমন্বয় ও তদারক করা হয়ে থাকে।